বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা

দশম বর্ষ সংখ্যা কার্তিক ১৪১২

সম্পাদনা পর্ষদ

আবু মোঃ মনিরুজ্জামান খান	চেয়ারম্যান
সৈয়দ মাহবুব হাসান	সদস্য
ড. জাফর আহমেদ খান	সদস্য
মোঃ আশরাফ হোসেন	সদস্য
মোঃ মনোয়ার হোসেন সরকার	সদস্য
মোঃ মাহামুদ-উল-হক	সদস্য

সম্পাদক : বণিক গৌর সুন্দর

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা, দশম বর্ষ সংখ্যা, কার্তিক ১৪১২
Bangladesh Lok-Proshashon Patrika, 10th Year Issue, Kartik, 1412
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বার্ষিক বাংলা পত্রিকা
Annual Bengali Journal of Bangladesh Public Administration Training Centre

© বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকৃত প্রকাশকাল : পৌষ ১৪১৪ / ডিসেম্বর ২০০৭

বিপিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০.৩৫

টেলিফোন : ৭৭১০০১০-১৬ (পিএবিএক্স)
ফ্যাক্স : ৭৭১০০২৯
ওয়েব সাইট : http:/www.bpatc.org.bd

গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ -এর ঠিকানা

প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা-১৩৪৩

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা

মুদ্রণে : উষা আর্ট প্রেস
১২৪ লালবাগ রোড, ঢাকা-১২১১।
ফোন : ৮৬১০৫৮১, ৮৬২৬৬৮২।

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকার প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত মতামত প্রবন্ধকারদের একান্ত নিজস্ব, এর জন্য সম্পাদনা পর্ষদ কোন দায়িত্ব বহন করে না।

সূচিপত্র

প্রকৃতির মূল্য : সমকালীন পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রেক্ষিতে ১
মোঃ মুনির হোসেন তালুকদার

এনজিও পরিচালিত হস্তচালিত তাঁতশিল্পে নারীর অবস্থান ২১
একটি সমীক্ষা
তারানা বেগম

পরিবেশগত সমস্যা ও টেকসই উন্নয়ন : ধারণা এবং পরিপ্রেক্ষিত ৩৭
মোঃ নুরুল আমিন

সুনামি: দুর্যোগের এক ভয়ঙ্কর রূপ ৪৯
আফিয়া রহমান/বণিক গৌর সুন্দর

বাংলাদেশে গ্রামীণ প্রবীণদের বার্ধক্য অবস্থা—সমস্যার প্রকৃতি
ও কারণ: একটি সমীক্ষা ৬৫
মুহঃ মিজানুর রহমান

বাংলাদেশে চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ ও রপ্তানি : মান ও স্বাস্থ্য প্রসঙ্গ ৭৯
মল্লিক আনোয়ার হোসেন/ডঃ আব্দুল মালেক তালুকদার

সমকালীন নারী অধিকার প্রসঙ্গ : ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৮৭

মুহাম্মদ মসিউর রহমান

বাংলাদেশের চা বাগান : প্রশাসনিক সংস্কৃতির পর্যালোচনা ১০৫
কে এম মহিউদ্দিন

ISSN 1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
দশম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১২/নভেম্বর ২০০৫

প্রকৃতির মূল্য : সমকালীন পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রেক্ষিতে

মোঃ মুনির হোসেন তালুকদার*

Abstract : *The prime objective of Environmental Ethics is to evaluate ethical base of the relation between man and nature and the worth of nature itself. The two major criteria of this evaluation are–subjective and objective. In subjective approach, the significance or value of something depends on the attitude of the evaluator and the very utility and usefulness of the matter. And in objective scheme, on the contrary, something is treated worthy because of its own uniqueness and inherent character whether it is felt by anyone else. What is the appeal and worth of nature ? Is it valuable for its own essence and efficacy, or because of the felt inevitability? The environmental philosophers, on these questions, are divided mainly in two schools. The anthropocentric discpline stresses on the subjective assessment of nature; and the non-anthropocentric thinkers value much the objective way, in contrast. Ultimately, because of this disagreement, environmental ethics contributing too little to ease the environmetal crises. Recently, to be relieved from the situation, a new thought of school have been emerged which values nature bisecting the colliding opinions. This article, firstly, tries to focus on Environmental Ethics, secondly, analyses philosophically the scales of value in this regard and finallly, it glimpses on the renowned philosopher Hoomes Rolston III's views and tries to recommend a synchronizing attitude in consultation with latest ideas.*

এক

নীতিবিদ্যার লক্ষ্য মানুষের কল্যাণ সাধন করা। এই কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে নীতি দার্শনিকরা প্রণয়ন করেছেন নানা ধরনের নৈতিক নিয়ম। এসব নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে মানুষ একদিকে যেমন বিভিন্ন সমস্যা, সঙ্কট থেকে বাঁচতে পারে তেমনি অপরদিকে ভবিষ্যত মানবের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। পরিবেশ নীতিবিদ্যারও লক্ষ্য হচ্ছে পরিবেশের কল্যাণ সাধন। মানুষ ও পরিবেশের অন্তর্গত বিষয়বস্তুর অন্যতম হচ্ছে প্রকৃতিতে বিরাজমান বিভিন্ন উপাদানের মূল্য সম্পর্কিত আলোচনা। সুতরাং, প্রাকৃতিক ও মানবীয় উভয়বিধ পরিবেশের কল্যাণ সাধন সাধারণভাবে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচ্য।

মানুষ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে অহরহ পরিবেশকে পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করছে। প্রযুক্তির ব্যবহার অনেকক্ষেত্রেই পরিবেশকে করে তুলছে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য হুমকীস্বরূপ। পরিবেশ সমস্যা বা সঙ্কট আজ তাই বিশেষভাবে কোন অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। যেমন : কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটছে। কার্বন-মনো-অক্সাইডের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওজন লেয়ার। এতে শুধুমাত্র মানুষই আক্রান্ত হচ্ছে না এর প্রভাব পড়ছে অন্যান্য প্রজাতির ওপর। এসব সমস্যার উদ্ভাবক মানুষ নিজেই। তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তুর অন্যতম হচ্ছে: ১) পরিবেশের বিভিন্ন বিপর্যয় কিভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে তা বিশ্লেষণ। দ্বিতীয়ত, এসব

---

* সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

সমস্যার প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় নির্ধারণ, হয় আমাদের কার্যকলাপ সংশোধনের মাধ্যমে বিপর্যয় নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন। তৃতীয়ত, পরিবেশের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য কি? ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা মূলত প্রাকৃতিক জগত নিয়েই আলোচনায় নিয়োজিত। প্রকৃতির মূল্য কি? এবং মূল্যের স্বীকৃতি দানের মাধ্যমে কিভাবে প্রকৃতির প্রতি মানুষের আচরণের উল্লেখযোগ্য সংশোধন সম্ভব? এ জাতীয় বিশ্লেষণ পরিবেশ নীতিবিদ্যার বিষয়বস্তুর একটি অংশ বলে অনেকে মনে করেন। পরিবেশ নীতিবিদ্যা এমন কিছু নৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করবে যার মাধ্যমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আচরণ সন্তোষজনক হবে এবং প্রকৃতি জগতের অন্যান্য সদস্যদেরও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে।

এসব প্রশ্ন বিবেচনা সাপেক্ষে বলা যায় পরিবেশ নীতিবিদ্যা প্রকৃতি জগত যে সব মূল্য ধারণ করে সে সব মূল্য সংক্রান্ত সুশৃঙ্খল আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী, গাছপালা, অন্যান্য প্রজাতি এবং বস্তুসংস্থানের প্রতি আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বিষয়ক নৈতিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ।

পরিবেশ নীতিবিদ্যা মূলত দু'টি বিশেষ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করে থাকে। প্রথমত, প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষেত্রে কী ধরনের মূল্য আরোপিত হবে, মানুষ ছাড়া প্রকৃতির অন্য উপাদানের মূল্য কিরূপ এবং প্রাণী ও অচেতন বস্তুরাজির ক্ষেত্রে মূল্যের প্রকৃতি কিরূপ? আদৌ আমরা এসব বস্তুরাজির ওপর মূল্য আরোপ করতে পারি কিনা কিংবা তাদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে মানুষের সতর্ক হওয়া উচিত কিনা। এসব পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল বিবেচ্য। যখন জীবীয় (biotic) বা অ-জীবীয় (a-biotic) বস্তুরাজির ওপর আমাদের আচরণের কথা বিবেচনা করবো তখন এর ভিত্তি কি হবে? অর্থাৎ কেন আমরা এদের প্রতি নৈতিক আচরণ করবো? এক্ষেত্রে দুটি উপায়ের কথা বলা যায় : ১) এগুলো আমাদের জন্য উপকারী অর্থাৎ এগুলো মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় এবং (২) মানুষের কাজে না লাগলেও এদের স্বকীয় গুরুত্ব রয়েছে।

পরিবেশ নীতিবিদ্যার সমস্যাসমূহের মধ্যে মূল্য সম্পর্কিত সমস্যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দার্শনিকগণ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। একদল পরিবেশ নীতিবিদ মনে করেন পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রকৃতি হবে মানবকেন্দ্রিক (Anthropocentric) এবং আরেক দল নীতিবিদ মনে করেন পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রকৃতি হবে অ-মানবকেন্দ্রিক (Non-anthropocentric)।

মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বসমূহ শুধুমাত্র মানুষের নৈতিক মূল্য স্বীকার করে। এই মতানুযায়ী, মানুষ হচ্ছে সকল ধরনের মূল্যের একমাত্র উৎস এবং চাহিদা পূরণের নিমিত্তে প্রকৃতিকে যথেচ্ছা ব্যবহার করার অধিকার মানুষের রয়েছে। মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বসমূহের প্রধান দাবী হচ্ছে, মানুষ প্রকৃতির অন্যান্য উপাদানের চেয়ে সর্বোচ্চ স্থানে আসীন তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির কারণে আর এ জন্যই মানুষের স্বতঃমূল্য রয়েছে। এছাড়া প্রকৃতির অন্যান্য সদস্য মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় বিধায় এগুলোর সহায়ক মূল্য রয়েছে। মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বানুযায়ী প্রকৃতির প্রতি মানুষের দায়িত্ব প্রত্যক্ষ নয় বরং পরোক্ষ।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের ইতিহাস বেশ প্রাচীন। এ মতবাদের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে পাশ্চাত্য দার্শনিক ধারা ও ইহুদী-খ্রীস্টিয় দৃষ্টিভঙ্গি। বিশেষভাবে এরিস্টটল, সেন্ট টমাস একুইনাস, ডেকার্ট ও কান্টের দর্শন এ-মতবাদ বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এরিস্টটল

মনে করতেন মানুষ ছাড়া প্রকৃতি জগতের অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদসমূহ কেবলমাত্র মানুষের প্রয়োজনে বেঁচে থাকার অধিকার রাখে। একুইনাসের মতে, প্রয়োজনে প্রাণী হত্যায় কোন পাপ নেই কারণ প্রাণীসমূহকে ঈশ্বর মানুষের জন্য ব্যবহৃত হওয়ার আদেশ দান করেছেন। লিন হোয়াইট জুনিয়র দেখিয়েছেন যে, ইহুদী-খ্রীস্টিয় প্রভুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতিকে মানুষের প্রয়োজনে যথেচ্ছা ব্যবহারের অনুমোদন দান করে।

অ-মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বসমূহের দৃষ্টিভঙ্গি আরো ব্যাপক এবং বাস্তুমণ্ডলের অন্তর্গত সকল জীবীয়, অজীবীয়, অনুজীব এমনকি কোন কোন দার্শনিক সমগ্র বাস্তুমণ্ডলকেই নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অ-মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বসমূহ সনাতনী নীতিবিদ্যার তীব্র সমালোচনা করে এবং নৈতিকতার বলয়কে একটি ক্ষুদ্র নির্জীব পাথর পর্যন্ত বিস্তৃত করার পক্ষপাতী। নতুন এক ধরনের নীতিবিদ্যার প্রণয়নের মাধ্যমেই পরিবেশ সঙ্কট কাটিয়ে উঠা সম্ভব বলে এসব দার্শনিকবৃন্দ মনে করেন। অ-মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বানুযায়ী পরিবেশের প্রতিটি উপাদন যথা: প্রাণী, উদ্ভিদ, মাটি, পানি, বায়ু, সাগর মহাসাগর এমনকি সমুদ্র তীরের একটি বালুকণা পর্যন্ত স্বতঃমূল্যে মূল্যবান এবং এই মূল্য তাদের অন্তর্নিহিত। তাই এসব উপাদানের প্রতি আমাদের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে।

অ-মানবকেন্দ্রিক তত্ত্বসমূহের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে জন ম্যুইরের অক্ষুণ্নতাবাদী আন্দোলন। সংরক্ষণবাদী পিনচট মানব কল্যাণের লক্ষ্যে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাজ্ঞ ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করলেও অক্ষুণ্নতাবাদী ম্যুইর মনে করেন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক কারণেই প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ন রাখা উচিত। অ-মানবকেন্দ্রিক মতবাদসমূহের প্রবক্তাদের মধ্যে আলবার্ট স্যুইটজার, পল টেলর, আলডো লিওপল্ড, হোমস্ রলস্টন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

দুই

'মূল্য' শব্দটি একটি অত্যন্ত জটিল ও দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। হোমস্ রলস্টন III মূল্যকে একটি প্যারাডাইম সূচক (Paradigm Indicator) শব্দ বলে অভিহিত করেছেন। তথাপি জীবন এবং জগতের আলোচনায় মূল্যের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে Titas বলেছেন :

> "To ignore the role of values is to have a very distorted or one-sided view of man and his world."[১]

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো'র সময় থেকেই ভাল মন্দ, অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য, সৎগুণ, নৈতিক অবধারণ, নান্দনিক অবধারণ, সত্য, সুন্দর, বৈধতা ইত্যাদি সম্পর্কে দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এ সংক্রান্ত আলোচনার জন্ম কিংবা পুনর্জন্ম ঘটে। কারণ প্লেটোর দর্শনে আমরা পাই যে, উল্লিখিত বিষয়বস্তুসমূহের আলোচনা মূলত একই পরিবারভুক্ত যেহেতু তারা সকলেই মূল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। 'value' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'The worth of a thing' অর্থাৎ কোন বস্তুর উৎকর্ষতা। কিন্তু সকল দার্শনিক একই অর্থে 'value' শব্দটিকে ব্যবহার করেননি। পল এডওয়ার্ডস্ (Paul Edwards) সম্পদিত 'The Encyclopedia of Philosopy'তে 'value' শব্দটিকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে দেখানো হয়েছে। প্রথমত, এক বচনে 'মূল্য' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে Abstract Noun হিসেবে। এই Noun এর আবার দুটি অর্থ আছে (১) সঙ্কীর্ণ অর্থে এর দ্বারা বুঝানো হয় good, desirable অথবা worthwhile (খ) ব্যাপক অর্থে এর দ্বারা বুঝানো হয় সকল

ধরনের rightness, obligations, virtue, beauty, truth এবং holiness। দ্বিতীয়ত, 'value' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অধিকতর Concrete Noun হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় (ক) His values, Her value system এবং American Values এই শব্দগুলি দ্বারা বুঝানো হয় যে, একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা এবং আমেরিকাবাসীদের কাছে মূল্য কি বা ভাল দ্বারা কি চিন্তা করা হয়। (খ) যার মূল্য আছে অথবা যা হয় মূল্যবান বা ভাল। সুতরাং এখানে মূল্য বলতে বোঝানো হয়েছে যে, Things that have value বা Things that are good । তৃতীয়ত, value শব্দটি একটি 'verb' বা ক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ to value, valuating এবং valued ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। John Dewey - 'To Value' এই সম্প্রত্যয়টিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। প্রথমত, তিনি বুঝিয়েছেন To prize, to like, to hold dear ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, to value দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন to apprize, evaluate, estimate ইত্যাদি।

মূল্যের ধারণার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্যারাডাইম নির্দেশিত হয়েছে। এক ধরনের প্যারাডাইম অনুসারে মূল্যায়নকারী ছাড়া মূল্যের কোন অর্থ নেই, ঠিক যেমন একজন চিন্তাকারী ছাড়া চিন্তার কোন অস্তিত্ব নেই, প্রত্যক্ষণকারী ছাড়া প্রত্যক্ষণের কোন অস্তিত্ব নেই, চুক্তিকারী ছাড়া চুক্তির কোন মূল্য নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন হচ্ছে 'একটি পশমী বস্ত্র বিশেষের বয়ন প্রক্রিয়া এবং মূল্য হচ্ছে এ প্রক্রিয়ারই উৎপাদিত পণ্য'। আরেকটি প্যারাডাইম অনুসারে মূল্যের স্বকীয় অস্তিত্ব রয়েছে এবং মূল্যায়নকর্তা না থাকলেও তা নিজগুণে মূল্যবান। দার্শনিক প্লেটো তাঁর 'Republic' গ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তকে বলেছেন :

> "যে সমস্ত বস্তুকে মানুষ তার আপন বৈশিষ্ট্য এবং পরিফল উভয়ের জন্য জীবনে কামনা করে ন্যায়কে আমি তারই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করি।"[২]

তিনি আরো বলেন :

> "... এমন অনেক অনিবার্য অপ্রিয় বস্তু রয়েছে যাদের আমরা আয়ত্ত করতে চাই কোন সুনাম, সম্মান বা অনুরূপ কোন পুরস্কার লাভের কারণেই। তাদের নিজেদের চরিত্র-মাহাত্মের জন্য নয়।"[৩]

প্লেটো তিন ধরনের মূল্যের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত, যে সব বস্তু তার নিজ গুণেই ভাল এবং অন্য কোন কারণে নয়। যেমনঃ একটি সাধারণ আনন্দ। দ্বিতীয়ত, যে সব বস্তু তার নিজগুণে ভাল নয় কিন্তু তারা যা বহন করে তা অন্যের জন্য ভাল অর্থাৎ সহায়ক ভাল (Instrumentally good)। যেমনঃ একটি চাবি অথবা অর্থ। তৃতীয়ত, যে সব বস্তু নিজগুণে ভাল এবং তারা যা বহন করে তাও অন্যের জন্য ভাল উভয়ই। অর্থাৎ সহায়ক এবং স্বকীয় ভাল (Instrumentally and intrinsically good) যেমনঃ শান্তি বা জ্ঞান। প্লেটো মনে করেন এই অবভাসিক জগতের বাহিরে প্রকৃত জগৎ রয়েছে এবং এই প্রকৃত জগতেই বস্তুর প্রকৃত আকার অবস্থান করে। সকল আকারের সর্বোত্তম আকার হচ্ছে শুভের আকার এবং এই শুভের আকার বা ধারণা হতেই সকল আকার বা ধারণা নিঃসৃত হয়। তাই শুভের একদিকে যেমন স্বকীয় মূল্য রয়েছে অন্য দিকে এর সহায়ক মূল্য রয়েছে যেহেতু তা সকলের জন্য মঙ্গল বয়ে আনে। মূল্যের এ ধরনের প্রত্যয় কেবলমাত্র তার নিজের জগতেই অবস্থান করে অর্থাৎ বিষয়গতভাবে অবস্থান করে, কেউ একে স্বীকৃতি প্রদান করুক বা না করুক।

জাগতিক বস্তু বা মানসিক ক্রিয়াবলীকে আমরা দুটি ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, একটি, বস্তুর আসল স্বরূপ বা অবস্থার দিক থেকে এবং অন্যটি, বস্তুর মূল্য বা আদর্শের দিক থেকে। বস্তুর আসল স্বরূপ বা তথ্যের দিক থেকে যখন আমরা কোন কিছুকে দেখি, তখন তাকে স্বাভাবিক বা তথ্য নির্দেশক ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করে থাকি। আবার, বস্তু বা ক্রিয়ার মূল্য বা আদর্শের দিক থেকে যখন আমরা কোন কিছুকে দেখি, তখন তাকে মূল্য বলে আখ্যায়িত করি। প্রসঙ্গত, ঘটনা বা তথ্যের বর্ণনা তথ্য বিষয়ক অবধারণ (factual judgement) এবং বস্তুর গুণ বা আদর্শের মূল্যায়নকে মূল্য-বিষয়ক অবধারণ বলা হয়।[৪] যেমনঃ 'কলমটি হয় লাল' - এই অবধারণটি একটি তথ্য বিষয়ক অবধারণ এবং 'কলমটি হয় ভাল'- এই অবধারণটি একটি মূল্য বিষয়ক অবধারণ। নৈতিকতায় 'মূল্য' কথাটি দ্বারা তাহলে এমন একটি চারিত্রিক যোগ্যতা বা উৎকর্ষকে বুঝায়, যা আমাদের পরম আদর্শ বা চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয় এবং যার দিকে মানবিক প্রচেষ্টা ধাবিত হয়ে থাকে।[৫]

উল্লেখ্য তথ্য বিষয়ক অবধারণ এবং মূল্য বিষয়ক অবধারণকে আমরা সবক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করতে পারি না। কারণ তথ্য এবং মূল্য পরস্পর সম্পৃক্ত এবং এ সম্পর্কে সমকালীন নীতিদার্শনিকদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। তথাপি তাঁদের মধ্যে যৎসামান্য সমঝোতা রয়েছে। এই সমঝোতাকে Titas উপস্থাপন করেছেন এভাবে :

> "There is little agreement among philosophers, however, as to how the term *value* is to be defined. In general, we can say that value judgments are judgments of appraisal."[৬]

উইলিয়াম কে. ফ্রাঙ্কেনা মূল্যকে ভালত্বের ব্যবহার (The uses of good)'র সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আলোচনা করেছেন। তিনি প্রধানত মূল্যকে দুইভাগে ভাগ করেছেন ঃ (I) নৈতিক মূল্য (Moral values) (II) ন-নৈতিকমূল্য (Non-moral values)। ন-নৈতিক মূল্যকে তিনি আবার ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ঃ (ক) উপযোগমূল্য (Utility values); (খ) পরতঃমূল্য (Extrinsic values); (গ) অন্তর্নিহিত মূল্য (Inherent value); (ঘ) স্বতঃমূল্য (Intrinsic values); (ঙ) সাহায্যদায়ক মূল্য (Contributory values) এবং (চ) পরমমূল্য (Final values)। এসব মূল্যগুলো দ্বারা ঠিক কি বুঝানো হয় সে সম্পর্কে ফ্রাঙ্কেনা বলেন :

১. নৈতিক মূল্য = কোন জিনিস ভাল কারণ এর নৈতিক ভিত্তি রয়েছে।
২. ন-নৈতিক মূল্য -
   ক. উপযোগী মূল্য = কোন জিনিস ভাল কারণ তা কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
   খ. পরতঃমূল্য = কোন জিনিস ভাল কারণ তা কোন ভালত্ব অর্জনের উপায়।
   গ. অন্তর্নিহিত মূল্য = কোন জিনিস ভাল কারণ এর অনুধ্যানজনিত অভিজ্ঞতা হয় ভাল।
   ঘ. স্বতঃমূল্য = কোন জিনিসের নিজস্ব ভালত্ব রয়েছে কিংবা তাদের নিজস্ব স্বতঃমূল্যের গুণাবলী রয়েছে বিধায় ভাল।
   ঙ. অবদানমূলক মূল্য = কোন জিনিস ভাল কারণ তারা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান ভাল জীবনের জন্য অবদান রাখে অথবা এর কোন অংশের জন্য অবদান স্বরূপ।
   চ. চূড়ান্ত মূল্য = কোন জিনিস ভাল কারণ তা সার্বিকভাবে ভাল।

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে : প্রকৃতির কী ধরনের মূল্য রয়েছে? অধিকন্তু কতিপয় পরিবেশ নীতিদার্শনিক মনে করেন যে, এটাই পরিবেশ নীতিবিদ্যার প্রধান জিজ্ঞাস্য। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে পরিবেশ নীতি দার্শনিকগণ দুটি প্রধান দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। যথা : মানবকেন্দ্রিকতাবাদী এবং অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদী। মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমর্থকরা মনে করেন যে, কেবলমাত্র মানুষের স্বকীয় মূল্য রয়েছে ফলে প্রকৃতিকে সে তার নিজ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করার অধিকার রাখে। মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা চুক্তিবাদ (Contractualism), উপযোগবাদ (Utilitarianism) বা কর্তব্যতত্ত্ব (Deontology)'র সমর্থক এবং তাঁরা সাধারণভাবে পরিবেশের প্রতি একটি সংরক্ষণবাদী (Conservationist) দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, আমাদের উচিত প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করা কেবলমাত্র মানুষের মঙ্গলের জন্য। পক্ষান্তরে, অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সমর্থকগণ প্রকৃতির স্বতঃমূল্যে বিশ্বাসী। তাঁরা পরিবেশ সম্পর্কে অক্ষুণ্নতাবাদী (Preservationist) দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থক। তাঁদের মতে, আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ অক্ষুণ্ন রাখা উচিত এগুলোর নিজেদের প্রয়োজনেই। প্রকৃতির স্বকীয় মূল্য রয়েছে এবং প্রকৃতির প্রতি আমাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

তিন

বিখ্যাত পরিবেশ দার্শনিক হোমস রলস্টন III (Holmes Rolston III), কিভাবে মানুষ প্রকৃতিকে মূল্যায়ন করবে অর্থাৎ প্রকৃতির কি ধরনের মূল্য রয়েছে তা আলোচনা করার চেয়ে প্রকৃতির মাধ্যমে মানুষ কি কি মূল্য গ্রহণ করে তা আলোচনা করা উচিত বলে মনে করেন। তাঁর মতে, এর মাধ্যমেই মানুষকেন্দ্রিক সম্পর্কের (Human to human relationship) পরিবর্তে আমরা মানুষ-প্রকৃতি (Human-nature) সম্বন্ধে প্রবেশ করতে পারি। রলস্টন ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত '*Environmental Ethics : Duties to and Values in the Natural World*' শীর্ষক গ্রন্থের 'values carried by nature' অংশে বলেন যে, প্রকৃতি কমপক্ষে ১৪টি মূল্য বহন করে। প্রকৃতির এ সকল মূল্যগুলো ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি সুস্পষ্টভাবে দেখাতে চেয়েছেন যে, প্রকৃতি কিভাবে মানুষের জন্য মূল্যবান। রলস্টন মনে করেন, প্রকৃতির মূল্য সম্পর্কিত বিষয়নিষ্ঠতা (objectivity) এবং বিষয়ীনিষ্ঠতা (subjectivity) বিতর্কের সমাধানের একটি রূপরেখাও এ ব্যাখ্যার মাধ্যমে আমরা পেতে পারি।

রলস্টনের মতে, বস্তুর generically কোন মূল্য নেই কিন্তু অবশ্যই কোন এক ধরনের সুনির্দিষ্ট মূল্য রয়েছে। আর তাই 'মূল্য' বিশেষ্যটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশের জন্য এর পূর্ববর্তী একটি বিশেষণের প্রয়োজন রয়েছে। রলস্টন এর উল্লিখিত গ্রন্থের অনুসরণে আমরা ১৪টি মূল্যের স্বরূপ সংক্ষেপে তুলে ধরতে পারি :

(১) জীবন সহায়ক মূল্য (Life support value) :

প্রকৃতিতে বিরাজমান বিভিন্ন উপাদান মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর জীবন যাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মানুষ বাঁচার জন্য নির্মল বায়ুপ্রবাহ, পানি চক্র, সূর্যালোক, সালোকসংশ্লেষণ, অভিস্রবণ, নাইট্রোজেন স্তরের স্থিরতা, মাটি, জলবায়ু, সাগর ইত্যাদির ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযুক্তির অগ্রসরতা ইত্যাদির ফলে আমরা আমাদের জীবন সহায়ক পদ্ধতিগুলোর দ্রুত রূপান্তর করছি। মানুষ একদিকে এসব

রূপান্তরের ফলে উপকৃত হচ্ছে অন্যদিকে তা আবার তাদের জীবনের জন্য হয়ে উঠেছে ক্ষতিকারক। আর এ জন্যই নৈতিক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে।

প্রকৃতি একটি বিবর্তনশীল বাস্তুসংস্থানিক পদ্ধতির অধীন। এর জৈব রাসায়নিক বিকাশের অনেক পর পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে। প্রকৃতির স্বকীয় মূল্য রয়েছে কারণ আমরা নিজেরাই বেঁচে থাকি এবং জীবন উপভোগ করি এর সহায়ক মূল্যের প্রেক্ষিতে। প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং বাস্তুকেন্দ্রিক সহায়তা আমাদের জীবন ধারাকে টিকিয়ে রাখে। পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবী মূল্যবান এ কথার অর্থ এই যে, পৃথিবী মূল্য তৈরীতে সক্ষম এবং তা করে যাচ্ছে বাস্তুসংস্থানিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে।

(২) অর্থনৈতিক মূল্য (Economic value)

প্রকৃতিতে যে সব উপাদান রয়েছে স্বাভাবিক বা অপরিশোধিত অবস্থায় এর কোন মূল্য নেই। কিন্তু যখন এর সঙ্গে পরিশ্রম যুক্ত হয় তখনই তা অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান হয়ে ওঠে। যেমন, পেট্রোল যখন অপরিশোধিত অবস্থায় থাকে তখন এর কোন মূল্য থাকে না কিন্তু যখন এর সঙ্গে পরিশ্রম ও মেধার সংযোজনে পরিশোধিত রূপ দেয়া হয় তখন তাতে অর্থনৈতিক মূল্য আরোপিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রলস্টন বলেন “valuing is a kind of laboring’

(৩) বিনোদনমূলক মূল্য (Recreational value)

বিনোদনমূলক মূল্য পাওয়া যেতে পারে ক্রীড়া এবং অতীতে সংগঠিত কোন জনপ্রিয় ঘটনার মাধ্যমে। আর এ জন্যই মানুষ মনে করে বিনোদনমূলক মূল্য মানবকেন্দ্রিক। কিন্তু আসলে তা নয়। মানুষ যখন বন্যপ্রাণী এবং অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করে তখন তার কাছে প্রাকৃতিক জগত নাটকের মতোই আনন্দদায়ক হতে পারে। একটি সমৃদ্ধ বিবর্তনমূলক বাস্তুসংস্থান সব সময়ই তার কাছে আনন্দদায়ক বলে বিবেচিত হবে। আর তাই বলা যায় প্রকৃতির বিনোদনমূলক মূল্য রয়েছে এবং তা স্বকীয়।

(৪) বৈজ্ঞানিক মূল্য (Scientific value)

রলস্টন মনে করেন, সঙ্গীত এবং শিল্পকলার মতোই বিজ্ঞান একটি স্বতঃমূল্যে মূল্যবান কার্যকলাপ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এ জাতীয় বক্তব্যকে জটিল মনে করেন এবং প্রায়ই তারা তাদের অর্জিত জ্ঞানকে উপযোগবাদী ধারণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিক্রি করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আমাদের সর্বাধুনিক এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অর্জন। কিন্তু আমাদের এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এর প্রধান লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে প্রকৃতি। বিজ্ঞানের মূল্যায়নের অর্থ এই নয় যে প্রকৃতির অবমূল্যায়ন বরং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত অনেক জটিল বিস্ময়কর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্ব আমরা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সাহায্যে পেতে পারি। সুতরাং প্রকৃতি, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের একটি উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। সকল বিজ্ঞানের একটি অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃতিকে আবিষ্কার। আর এ কাজ করতে যেয়ে তারা প্রাকৃতিক ইতিহাসের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ফলে প্রকৃতির একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক মূল্য রয়েছে তেমনি অন্যদিকে এর ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে।

(৫) নান্দনিক মূল্য (Aesthetic value)

আমরা যখন নায়াগ্রা জলপ্রপাত কিংবা আটলান্টিক মহাসাগরের সৌন্দর্য উপভোগ করি তখন তা নান্দনিক মূল্যের আওতায় পড়ে। নান্দনিকমূল্য আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আমাদের উপযোগ এবং জীবন-সহায়ক মূল্য থেকে একে পৃথক করা প্রয়োজন। নান্দনিক মূল্য একটি সবুজভূমির ক্ষেত্রেও থাকতে পারে। সুতরাং প্রকৃতির নান্দনিক মূল্য রয়েছে এবং এ ধরনের মূল্য উপযোগবাদী মূল্য এবং জীবন সহায়ক মূল্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান এবং কলা উভয়েরই লক্ষ্য থাকে প্রকৃতির এই নান্দনিক মূল্য উদ্ভাবন। তবে মানুষ তার বোধ এবং ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও প্রকৃতির এ ধরনের মূল্য উপভোগ করতে পারে।

(৬) প্রজনন বৈচিত্র্যমূল্য (Genetic Diversity value)

যদিও বলা হয় প্রজনন বৈচিত্র্যতা কেবলমাত্র এক জাতীয় অর্থনৈতিক মূল্য ধারণ করে তথাপি মূল্যের পূর্ণ বিশ্লেষণে বিষয়টি আরো গভীর। প্রজনন উপদানগুলো প্রকৃতি থেকেই সংগৃহীত এবং এগুলো সংশ্লিষ্ট প্রাণীর জন্য ভাল যদিও তা মানুষ ব্যবহার করুক বা না করুক। একটি সামান্য প্রজনন তথ্যও মানুষের জন্য উপকারী হতে পারে এমনকি তাদের জৈবিক চাহিদা অথবা অন্য কোন ধরনের স্বার্থও তুষ্ট করতে পারে। আর এ কারণেই এগুলো অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। আধুনিক জৈব রসায়ন অথবা জীবাস্মতত্ত্ব এ ধরনের মূল্য ধারণ করে। বিভিন্ন প্রজাতির প্রজনন তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের আবির্ভাব এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যও জানা যেতে পারে। প্রজনন বৈচিত্র্য মূল্য মূলত মানুষের অর্থনৈতিক মূল্য এবং জীবনের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জৈবিক মূল্যের সমন্বিত রূপ।

(৭) ঐতিহাসিক মূল্য (Historical value)

বনভূমি দুই ধরনের ঐতিহাসিক মূল্য ধারণ করে; সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক। বিভিন্ন ধরনের পাহাড়, পর্বত, বন, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি ঐতিহাসিক মূল্যের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এর মাধ্যমে একদিকে আমরা প্রাকৃতিক ইতিহাস এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে পারি। প্রাকৃতিক ইতিহাসের মূল্য বৈজ্ঞানিক মূল্যের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের আরকিও পটারেক্স বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রাণের উৎস জানতে চেষ্টা করি। এভাবে প্রকৃতিকে আমরা প্রাকৃতিক ইতিহাসের একটি জাদুঘর হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এটি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই প্রকৃতির সহায়কমূল্য তৈরী হয়। কিন্তু উল্লেখ্য যে, প্রকৃতি এক ধরনের জীবন্ত জাদুঘর এবং এর ঐতিহাসিক বাস্তবতা রয়েছে। আর এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমরা বলতে পারি প্রকৃতির intrinsic মূল্য রয়েছে।

(৮) সাংস্কৃতিক প্রতীকারণ মূল্য (Cultural symbolitation value)

কোন সংস্কৃতিই বিকাশ লাভ করতে পারে না তার পরিবেশের ওপর নির্ভর না করে। সংশ্লিষ্ট দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশকে ঘিরেই তার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। মানুষ প্রকৃতির একটি অংশ এবং তার বুদ্ধির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এ ছাড়াও প্রকৃতির অন্যান্য

সদস্য রয়েছে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রলস্টন মনে করেন, প্রকৃতির সাংস্কৃতিক প্রতীকারণ ক্ষমতা কোন আকস্মিক ঘটনা নয় বরং বিশ্ব সংস্কৃতির একটি পুনর্ব্যক্ততা।

(৯) চরিত্র গঠনকারী মূল্য (Character Building value)

রলস্টন প্রকৃতির এ ধরনের মূল্যকে থেরাপেটিক মূল্য বলেও অভিহিত করেছেন। মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রবৃত্তি রয়েছে। এ প্রবৃত্তিগুলো দমনের শিক্ষা মানুষ প্রকৃতি থেকে পেতে পারে। প্রকৃতির প্রতি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষ বন্ধু কিংবা শত্রুর প্রতি কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে তার শিক্ষা পেয়ে থাকে। প্রকৃতি তাকে শিক্ষা দেয়, চ্যালেঞ্জ, এ্যাডভেঞ্চার, রিস্ক ইত্যাদি বিষয়গুলো যা মানব সমাজে বসবাসরত একজন মানুষের সফলতার জন্য জরুরী। সুতরাং প্রকৃতি চরিত্র গঠনকারী মূল্য ধারণ করে আবার অনেক ক্ষেত্রে তা মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(১০) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল্য (Diversity-Unity value)

'Great objects make great mind' অর্থাৎ বৃহৎ বস্তুরাজি বৃহৎ মনের সৃষ্টি করে। একটি জটিল মন বৈচিত্র্যময় বিশ্বের বৈচিত্র্যতাকে যেমন চিন্তা করতে পারে তেমনি এর মধ্যে ঐক্যের কথাও সে উপলব্ধি করতে পারে। তাই প্রকৃতিকে ঐতিহাসিকভাবে এবং বৈজ্ঞানিকভাবেই বলা যায় plurality in unity। মানুষের মনকে বলা যায় প্রকৃতির এই বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্যের একটি দর্পণস্বরূপ, কারণ প্রকৃতির মতোই মানুষের মন যেমন বৈচিত্র্যময় জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করতে পারে তেমনি বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে সমন্বয় করে ঐক্য বিধান করাও তার পক্ষে সম্ভব। এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাকৃতিক জগত এক ধরনের মূল্য মানুষকে শিক্ষা দেয়। রলস্টন মনে করেন, এ ধরনের মূল্য হচ্ছে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল্য।

(১১) স্থায়িত্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত মূল্য (Stability and spontainity value)

প্রকৃতির মধ্যে কেবলমাত্র পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলাবোধই নেই এর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ততাও রয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, একটি প্রাকৃতিক ঘটনা হুবহু একই ধরনের ফল উৎপন্ন নাও করতে পারে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে নিয়ন্ত্রিত বায়ুচাপ এবং কৃত্রিম পরিবেশের কারণে একই ঘটনা একই ধরনের ফল উৎপন্ন করবে। অর্থাৎ এ ধরনের কৃত্রিম পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না যা প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে। তাই বলা যায় স্থিরতা এক ধরনের গতিশীলতাকে নির্দেশ করে এবং এই ধরনের গতিশীলতার ফলে পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়। এ ধরনের পরিবর্তনকে বিবর্তন হিসেবে অভিহিত করা হয়। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে একদিকে যে রকম স্থিরতা লক্ষ্য করা যায় অন্য দিকে তেমনি স্বতঃস্ফূর্ততাও লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির এ ধরনের মূল্যকে রলস্টন স্থায়িত্ব ও স্বতঃস্ফূর্ত মূল্য বলেছেন। এ মূল্যগুলো একে অপরের পরিপূরক।

(১২) দ্বান্দ্বিক মূল্য (Dialectical value)

জীবনের প্রবাহ নির্ভর করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর সম্বন্ধের ওপর। এমন পরিবেশ থাকতে পারে যা জীবন যাপনের জন্য খুবই উপযোগী কিন্তু যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব নাও থাকতে

পারে আবার এমন পরিবেশের অস্তিত্বও সম্ভব যেখানে প্রাণের বিচরণ অসম্ভব কিন্তু সেখানেও প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতে পারে। প্রকৃতি আমাদেরকে তাগিদ দেয় কাজ করার, কঠোর পরিশ্রম করার এমনকি কষ্ট স্বীকার করার যা অর্থনৈতিক কার্যাবলীর জন্য প্রধান শর্ত। অর্থাৎ প্রাকৃতিক জগত কিংবা প্রাকৃতিক ঘটনাবলী দ্বন্দ্বময় আবার দ্বন্দ্বের সমাধানকারী। আমাদের জীবনের এবং মনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া আমরা প্রকৃতি জগত থেকেই শিখতে পারি। তাই প্রকৃতির বৈরী আচরণ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় প্রতিকূলতাকে জয় করার অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে কিভাবে টিকে থাকতে হবে। রলস্টন প্রকৃতির এ ধরনের মূল্যকে বলেছেন দ্বান্দ্বিক মূল্য।

(১৩) জীবন সম্পর্কিত মূল্য (Life value)

যদি জীবনের একটি সাধারণ মূল্য থাকে তাহলে প্রত্যেক জীবন্ত সত্তা কোন না কোন মাত্রায় এই মূল্য ধারণ করে থাকে আর এই কারনে পর্যাপ্ত যুক্তি ছাড়া কোন একটি পাখিকেও হত্যা করা পাপ বলে গৃহীত হতে পারে। জীবনের বিভিন্ন স্তরের মূল্যের ধারণাটি সংযুক্ত হতে পারে। এ বিশ্ব জগতের সবচেয়ে আশ্চর্যজনক এবং বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে মন আর দ্বিতীয় বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে জীবন। পৃথিবীর সকল জীবনই প্রকৃতির অধীন। নিম্ন বর্গের প্রাণ উচ্চ বর্গের প্রাণের জন্য উৎসর্গ করা যেতে পারে কিন্তু তা অবশ্যই নীতিবিদ্যার আলোকে হওয়া উচিত। তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যার অন্যতম অক্ষ্য হচ্ছে ক্ষুদ্রতম থেকে শুরু করে বৃহত্তম জীবনের অধিকার সংরক্ষণ করা। প্রকৃতি তাই জীবন সম্পর্কিত মূল্যও ধারণ করে থাকে।

(১৪) ধর্মীয় মূল্য (Religious value)

পৃথিবীর প্রায় সকল ধর্মগ্রন্থে প্রাকৃতিক জগত সম্পর্কে বলা হয়েছে। এমনকি প্রকৃতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে যাতে আমরা উপলব্ধি করতে পারি আমরা কে? কোথা থেকে এসেছি? জীবন কি? মৃত্যু কি, ইত্যাদি বিষয়সমূহ। এছাড়া প্রকৃতির প্রতি আমাদের আচরণ কিরকম হওয়া উচিত সে সম্পর্কেও দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাই বলা যায়, প্রকৃতি ধর্মীয় চিন্তা চেতনার একটি বিশেষ সম্পদ, যেরূপভাবে তা বৈজ্ঞানিক, বিনোদনমূলক, নান্দনিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। প্রকৃতি মূলত এমন একটি মাধ্যম যার দ্বারা আমরা পরম সত্তার কাছাকাছি পৌঁছাতে পারি।

সুতরাং প্রকৃতি ব্যবহৃত হতে পারে একটি হাসপাতাল অথবা একটি বিদ্যালয় হিসেবে যেখানে চরিত্রের সংশোধন কিংবা শিক্ষা দেয়া হয় এবং তা প্রকৃতির সহায়ক ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু প্রকৃতি যখন চার্চ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তা নিঃসন্দেহে স্বতঃমূল্যে মূল্যবান হয়ে ওঠে।

রলস্টন প্রকৃতিতে বিরাজমান উল্লিখিত মূল্যগুলোর মাধ্যমে প্রকৃতির একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করেন, মূল্য এই জগতে বিষয়গতভাবে অবস্থান করে। এবং তা মানুষের পছন্দ, সচেতনতা এমনকি প্রাণীর সচেতনতার ওপর নির্ভর করে না। রলস্টন মনে করেন মূল্যকে সামগ্রিক, সম্বন্ধপূর্ণ, নির্গমনশীল এবং বিবর্তনশীল হিসেবে দেখা যেতে পারে।[৭]

Challenges in Environmental Ethics শীর্ষক প্রবন্ধে হোমস্ রলস্টন পরিবেশে নীতিবিদ্যাকে নৈতিক বিকাশের এক ধরনের নিমন্ত্রণ (invitation) বলেছেন, এটা কোন

বিশৃঙ্খল আলোচনা নয়। সকল নীতিবিদ্যায় জীবনের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শনের মানদণ্ড অনুসরণ করে, আর সকল প্রাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি অংশ হচ্ছে মানুষের প্রতি সম্মান দেখানো। নীতিবিদ্যার সর্বশেষ লক্ষ্য হচ্ছে আত্ম-স্বার্থ কিংবা শ্রেণীস্বার্থের বাইরে নৈতিকতার প্রয়োগ। একটি সমন্বয়ী নীতিবিদ্যা পরিবেশের মূল্য স্বীকার করে এবং পরিবেশের প্রতি আমাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

রলস্টনের উক্ত প্রবন্ধের তিনটি অংশ রয়েছে :

১. উদ্ভিদ এবং প্রাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect for plants and animals)।
২. বিপন্ন প্রজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect for endangered species)।
৩. বাস্তুসংস্থানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন (Respect for ecosystems)।

প্রথম অংশে রলস্টন বলেন, একটি সত্যিকার নীতিবিঁদ্যা সকল প্রাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে। শুধুমাত্র যে সব প্রাণী আনন্দ কিংবা বেদনা অনুভব করে কিংবা মানুষ যাদের পছন্দ করে তাদের প্রতি নয়। নীতিবিদ্যা আমাদের জীবনের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত বিধায় অন্যান্য জীবনের প্রতিও আমাদের দায়িত্ববান হওয়া প্রয়োজন। তাঁর ভাষায় :

> "A really *vital* ethics respects all life, not just animal pains and pleasures, much less just human preferences."[৮]

দ্বিতীয় অংশে রলস্টন বলেন, আফ্রিকার জঙ্গলে কিছু দুর্লভ প্রজাতি এবং প্রজাপতি রয়েছে যা ধরে আনা হয় আবার কখনো কখনো পুড়িয়ে ফেলা হয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড অ-নৈতিক। কারণ এতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রজাতিদের ধ্বংস সাধন করা হয়। তিনি বলেন :

> "A species exists : a species ought to exist. Environmental ethics must make both claims and move from biology to ethics with care."[৯]

প্রজাতির সদস্যরা একটি স্বতন্ত্র সত্তা, তার কতটুকু মাত্রায় সংবেদনশীলতা আছে বা নেই সেটা নৈতিকতার বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়। প্রজাতির ঐক্য, স্বাতন্ত্র্য এবং জীবনের অধিকার রয়েছে। সুতরাং, দুর্লভ প্রজাতিরও নৈতিক অধিকার রয়েছে।

তৃতীয় অংশে রলস্টন বলেন, বাস্তুসংস্থানের অন্তর্নিহিত মূল্য রয়েছে। বাস্তুসংস্থান হচ্ছে জীবীয়, অ-জীবীয় সকলের সম্প্রদায় তা যত ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ হোক না কেন। বাস্তুসংস্থান জীবনের উৎপত্তি ও সহায়তা প্রদান করে। যদিও একজন সনাতনী নীতিবিদ মনে করেন, বাস্তুসংস্থান স্বতঃমূল্যের বিবেচনায় অত্যন্ত নিম্নতর শ্রেণীতে অবস্থান করে। রলস্টনের ধারণা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে করেন বাস্তুসংস্থান উচ্চতর স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। তিনি বলেন :

> "An ecosystem is a productive, projective system. Organisms defend only their selves, with individuals defending their continuing survival and species increasing the numbers of kinds."[১০]

সুতরাং, পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য বাস্তুসংস্থানের ধ্বংস রোধ করা একান্তই প্রয়োজনীয়। রলস্টনের ভাষায় :

> “Environmental ethics does say that ecosystems are of value because they contribute to human welfare, to animal experiences and to plant life, but ... the stability, integrity and beauty of biotic communities are what are most fundamentally to be conserved.”[১১]

বাস্তুসংস্থান শুধু জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাই-ই নয় পরিবেশের স্থায়িত্ব, অখণ্ডতা এবং সৌন্দর্য বজায় রাখার জন্য এর স্বতঃমূল্য রয়েছে।

হোমস রলস্টন, প্রকৃতির বিষয়গত মূল্য রয়েছে এবং তা উপলব্ধি না করে প্রকৃতিকে যথেচ্ছা ব্যবহারের ফলে মানুষ পরিবেশ সঙ্কট ঘনীভূত করেছে বলে মনে করেন। আর এ জন্যই তিনি বলেন :

> “To devalue nature and inflate the human worth is to do business in a false currency.”[১২]

রলস্টন মূল্য সংক্রান্ত আলোচনাকে শুধু উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদের ওপর মানুষের ধ্বংসাত্মক কর্মপদ্ধতির সমালোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান না। প্রতিটি প্রজাতি মূল্যের ধারক। কীটপতঙ্গ থেকে উদ্ভিদ সবই মূল্যবান। আর এভাবে পুরো বাস্তুসংস্থান স্বতঃমূল্যে মূল্যবান হয়ে ওঠে।

আরনেষ্ট প্যাট্রিজ (Ernest Partridge) রলস্টনের বিষয়বাদী মূল্য তত্ত্বকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন একটি সুসংবদ্ধ বিষয়বাদী মূল্যতত্ত্বের মাধ্যমেই আমরা মানবকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে জীবকেন্দ্রিক ধারণায় উপনীত হতে পারি। পোজম্যান প্যাট্রিজ এর এই ধারণাকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেছেন[১৩]।

চার

‘স্বতঃমূল্য’ পদটি পরিবেশ নীতিবিদ্যায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক নীতিবিদ একে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ ও প্রয়োগ করেছেন। ফলে এর সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। অনেকে মনে করেন স্বতঃমূল্যের ধারণা ব্যাখ্যা করা দুরূহ এবং জটিল। আর তাই পরিবেশ নীতিবিদ্যায় স্বতঃমূল্যের ধারণাকে ঘিরে দ্ব্যর্থকতা (ambiguity)’র সৃষ্টি হয়েছে। জন বেনসন (John Benson) স্বতঃমূল্য প্রসঙ্গে বলেন :

> “ ... it is ambiguous, having two quite different senses which can be confused.”[১৪]

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় ব্যবহৃত স্বতঃমূল্যের ধারণাটি যে দ্ব্যর্থকতাপূর্ণ বেনসন নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরেন :

“1. Intrinsic value = non-instrumental value, the value we ascribe to something that we value not for its usefulness but for its own sake.

2. Intrinsic value = value that something has independently of the existence of any being who evaluates.”[১৫]

প্রথম ধারণার ক্ষেত্রে, স্বতঃমূল্য বলতে বুঝানো হয়েছে যে সকল মূল্য সহায়কমূল্য নয়। এ ধরনের মূল্য আমরা আরোপ করি এজন্য নয় যে, সংশ্লিষ্ট বস্তু আমাদের কাজে ব্যবহৃত হয় বরং বস্তুর অন্তর্নিহিত কারণেই বস্তুটি মূল্যবান হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় ধারণার ক্ষেত্রে, স্বতঃমূল্য বলতে বুঝানো হয়েছে এমন সব মূল্যকে মূল্যায়নকর্তা ছাড়াও যার স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থাৎ কোন মূল্যায়নকর্তা ব্যতিরেকেও এ মূল্যগুলো স্বাধীনভাবে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে। মূল্যায়নকর্তার প্রত্যক্ষণের ওপর এদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়।

পরিবেশ নীতিবিদ্যায় যে সকল দার্শনিক স্বতঃমূল্যের ধারণা প্রয়োগ করেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই উপর্যুক্ত যে কোন একটি বা কখনো কখনো উভয় অর্থকে গ্রহণ করেছেন। কিংবা স্বতঃমূল্যের পরিবর্তে যে সব 'পদ' ব্যবহার করেছেন তা উপরোক্ত অর্থগুলোর পরিপূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন: পল টেলর 'অন্তর্নিহিত ভাল' এর ধারণা ব্যক্ত করেছেন। অন্তর্নিহিত ভাল বলতে তিনি বুঝিয়েছেন যা কেবলমাত্র মানুষের প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে না বরং মানুষের মূল্যায়ন ব্যতিরেকেই স্বাধীন।

মূল্য সংক্রান্ত উপর্যুক্ত দুটি অর্থের মধ্যে দ্বিতীয় অর্থটি একটি মৌলিক দার্শনিক প্রশ্নের উদ্রেক করে যা প্রায় সকল যুগের দার্শনিকদের প্রভাবিত এবং বিভক্ত করেছে। পরিবেশ নীতিবিদদের মধ্যেও এ ধরনের বিভাজন সুস্পষ্ট। মূল্যায়নকর্তা ব্যতীত মূল্যের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক পরিবেশ দার্শনিক সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন 'এ জাতীয় কোন মূল্য আছে কি?'

মূল্য সংক্রান্ত এ বিতর্ক পুরাতন প্রশ্নকেই নতুনভাবে উপস্থাপন করেছে। যেমন : 'আমরা ভালো জিনিসকে মূল্য দেই কারণ এগুলো ভালো, নাকি এগুলো ভালো কারণ আমরা এগুলোকে মূল্য দেই?' যদি আমরা প্রথম অংশের সঙ্গে একমত পোষণ করি তাহলে আমরা আরোপ করি যে ভালত্ব হয় ভালো বস্তুর একটি গুণ যা কেবলমাত্র ভালো বস্তুর মধ্যে থাকে। আমরা যখন একে মূল্য দেই তখন স্বীকৃতি প্রদান করি মাত্র। কিন্তু যদি আমরা স্বীকৃতি প্রদান করতে ব্যর্থ হই তখনও তা ভালো। অপরপক্ষে, যদি আমরা দ্বিতীয় অংশের সঙ্গে একমত পোষণ করি তাহলে বলা যায় ভালত্ব এমন একটি গুণ যা আমাদের স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম ধারণানুযায়ী আমরা বলতে পারি, ভালত্ব হচ্ছে মৌলিক অর্থাৎ তা জগতে অবস্থান করে অন্তর্নিহিতভাবে, আমাদের অভিজ্ঞতার ওপর নয়। দ্বিতীয় ধারণানুযায়ী ভালত্ব হচ্ছে আমাদের প্রত্যক্ষ বা অভিজ্ঞতার বিষয়। ভালত্ব জগতে অবস্থান করে কারণ তা মানুষের অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে।

কতিপয় পরিবেশ নীতি দার্শনিক মনে করেন, যখন আমরা প্রকৃতিকে মূল্যায়ন করি কিংবা প্রকৃতিতে কোন মূল্য খুঁজে পাই আমরা সেই মূল্যকে সেখানে আরোপ করি না। এটা আমাদের মনের কোন অভিক্ষেপ নয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন মূল্য যদি প্রকৃতিতে মন নিরপেক্ষভাবে অবস্থান না করে তাহলে প্রকৃতির কোন মূল্য থাকে না। আর যদি প্রকৃতির প্রকৃত কোন মূল্য থেকে থাকে তাহলে তা প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থান করে যদিও আমরা তাকে স্বীকৃতি প্রদান না করি। অধিকন্তু প্রকৃতির এ ধরনের মূল্য উপলব্ধি না করার ব্যর্থতা একটি মারাত্মক ভুল বলে পরিগণিত হতে পারে।

মূল্যের পরম অর্থ সংক্রান্ত দার্শনিক প্রশ্ন তাই অত্যন্ত দুর্বোধ্য ও জটিল। দার্শনিকবৃন্দ এ সমস্যা নিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করেছেন এবং এখনো পর্যন্ত মূল্য সম্পর্কে তাদের গবেষণা,

বিতর্ক অব্যাহত রেখেছেন। তাই এ সংক্রান্ত কোন বিভাজন রেখা কিংবা প্রশ্নের সন্তোষজনক সিদ্ধান্ত দেয়া সম্ভব নয়। সমকালীন অনেক দার্শনিক মনে করেন পরিবেশের মূল্য সংক্রান্ত আলোচনায় এ ধরনের বিতর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন। কারণ মূল্যকে কেন্দ্র করে এ ধরনের বিতর্ক পরিবেশ সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে কোন ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে না। স্বতঃমূল্যের একাধিক অর্থ তাই পরিবেশিক দায়িত্বের নৈতিক ভিত্তি নির্ধারণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এ প্রসঙ্গে বেনসন বলেন,

> " ... there is no need to make such an attempt in order to discuss environmental value, because the issue is not after all the crucial issue that it has seemed to some environmental philosophers. That it has seemed so is due to a confusion of the two senses."[১৬]

উপর্যুক্ত ধারণা থেকে কিছুটা সরে এসে গাঢ় বাস্তুসংস্থানিক (Deep Ecologist) দার্শনিকগণ 'right বা 'অধিকার' এর সঙ্গে স্বতঃমূল্যের ধারণাকে সমন্বিত করেছেন। তাঁদের মতে, মানুষের যেমন নিজস্ব অধিকার রয়েছে তেমনি গাছ-পালা, পাথর, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির নিজস্ব অধিকার রয়েছে। আর এ অধিকার মানুষের স্বার্থের ওপর নির্ভর করে না। এগুলোর নিজস্ব অধিকারের প্রেক্ষিতে এরা স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। বিখ্যাত গাঢ় বাস্তুসংস্থানিক দার্শনিক আর. ন্যাস (R. Nash) প্রকৃতির অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতির স্বতঃমূল্যের ধারণা নিঃসৃত করেছেন। তিনি বলেন :

> " rocks, just like people, do have rights in and of themselves. It follows that it is in the rock's interests, not the human interested in the rock, that it is being protected."[১৭]

এছাড়া নিকোলাস রেসচার (Nicholas Rescher), জে. বেয়ার্ড কালিকট (J. Baird Callicott) এবং রিচার্ড রুটলে (Richard Routley) একই ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁরা সকলেই দাবী করেন যে, সকল প্রজাতির স্বতঃমূল্য রয়েছে এবং অন্তর্নিহিত অধিকার (inherent right)'র কারণে এগুলো অস্তিত্বশীল থাকার যোগ্যতা অর্জন করে। নিকোলাস রেসচার বলেন :

> "When a species vanishes from nature, the world is thereby diminished. Species do not just have instrumental value ... They have a value in their own-right ... an intrinsic value."[১৮]

ও'নেইল (O' Neill) মনে করেন[১৯] পরিবেশ নীতিবিদ্যায় স্বতঃমূল্যের ধারণাটির অন্তত তিনটি অর্থ রয়েছে :

প্রথমত, এটি অ-সহায়ক মূল্যে (non-instrumental)'র ধারণার সমর্থক। সুতরাং প্রকৃতি কোন লক্ষ্য অর্জনের উপায় নয় বরং প্রকৃতি নিজই একটি লক্ষ্য।

দ্বিতীয়ত, এটি নিজ গুণেই মূল্যবান, অন্য কোন সত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় মূল্যবান নয়। যেমন: একটি বনের স্বতঃমূল্য থাকতে পারে এজন্য নয় যে, এটা কেবলমাত্র সংখ্যায় একটি রয়েছে বরং এর নিজ গুণেই বনটি মূল্যবান।

তৃতীয়ত, স্বতঃমূল্য বিষয়গতমূল্য (Objective value)'র সমার্থক। অর্থাৎ মূল্য প্রকৃতিতে স্বাধীনভাবে অবস্থান করে, মূল্যায়নকর্তার প্রত্যক্ষণ ব্যতিরেকেই। অন্যভাবে বলা যায়, পৃথিবী থেকে যদি মানব প্রজাতির সকল সদস্য নিঃশেষ হয়ে যায়, তাহলেও প্রকৃতির মূল্য অস্তিত্বশীল থাকবে।

ও' নেইল দাবী করেন যে, বাস্তুকেন্দ্রিকতাবাদীরা (অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদীরা) প্রকৃতির স্বতঃমূল্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে অযৌক্তিকভাবে এই তিনটি অর্থকে মিশিয়ে ফেলেছেন। ডেভিড পিপার এর ভাষায় :

> "O'Neill considers that ecocentrics unjustifiably conflate the three meanings ...."[২০]

রোজার ক্রিস্প (Roger Crisp) স্বতঃমূল্যকে কেন্দ্র করে O'Neill এর মন্তব্যকে উল্লেখ করেছেন এভাবে :

> "John O'Neill has pointed out how the confusion between intrinsic value and non-instrumental value is common in environmental ethics, along with a confusion between intrinsic and objective value."[২১]

ও' নেইলের উক্ত মন্তব্যের সূত্র ধরে ডেভিড পিপার বলেন, যদি আমরা স্বতঃমূল্যের তৃতীয় অর্থটিকে বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যায় যে, মানুষহীন প্রকৃতির বিষয়গত মূল্য ও নৈতিক উৎকর্ষতা রয়েছে অর্থাৎ এ ধরনের মূল্যায়ন মানুষের ওপর নির্ভরশীল নয়। যা আমাদের দুটি পৃথক ধারণায় উপনীত করে : মানুষ ও প্রকৃতি। তাহলে এই দৃষ্টিভঙ্গি গাঢ় বাস্তুসংস্থানিক মতের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং বিরোধপূর্ণ হবে। কারণ গাঢ় বাস্তুসংস্থান তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ ও প্রকৃতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, মানুষ বৃহৎ প্রকৃতিরই একটি অংশ। ভোজেল (Vogel) এর ভাষায় :

> "This could contradict deep ecology's own conception of them as part of each other."[২২]

দ্বিতীয়ত, বিষয়গত মূল্যের ধারণানুযায়ী মানুষের অস্তিত্ব ব্যতিরেকেও প্রকৃতির স্বতঃমূল্য অক্ষুণ্ন থাকবে। পৃথিবী মানবশূন্য হলেও প্রকৃতি স্বতঃমূল্যে মূল্যবান। এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে বলা যায়, 'মূল্য', 'উৎকর্ষতা' এর 'অধিকার' এ জাতীয় পদগুলি এবং এর দ্বারা নির্দেশিত অর্থসমূহ মানব কর্তৃক সৃষ্ট ও নির্দেশিত। ও' নেইল বলেন :

> " ... that it is quite feasible for us to decide that a world without humans has value. Yet it is still *we* who are making this decision."[২৩]

অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদী লিওপল্ড যখন বলেন প্রকৃতির প্রতি আচরণের ভালত্ব মন্দত্ব নির্ভর করে অখণ্ডতা, স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্যের ওপর তখন তিনি প্রকৃতির প্রতি যে সব গুণাবলী আরোপ করেন, তার প্রতিটি মানবীয় গুণাবলী, যা অর্থহীন হতে পারে মানুষের নির্বাসনের ফলে। আর এ জন্যই মার্চেন্ট (Merchant) বলেছেন :

> "At bottom, ecocentric ethics may have a homocentric justification."[২৪]

যে কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য আমাদের মানবিক ভাষা এবং ধারণা ব্যবহার করতে হয়। আর সেজন্য আমাদের মানবকেন্দ্রিক হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের বাইরেও একটি জগৎ রয়েছে এবং এই জগতের সৌন্দর্য রক্ষার মাধ্যমে অ-মানবকেন্দ্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সুতরাং স্বতঃমূল্যের ধারণা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে অ-মানবকেন্দ্রিকতাবাদী দার্শনিকগণ যে সব সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো হলো :

> "First, such value cannot be defended rationally, only asserted. Second, conceding that humans *do* bestow value, in a universe where they and the rest of the nature are one, could lead us into saying that the worth of non-human nature ultimately *depends* on the consciousness of the observer; that is, human consciousness, which would be anthropocentric extremism."[২৫]

পরিবেশের স্বতঃমূল্যের ধারণাকে ঘিরে যেমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে তেমনি এর সহায়কমূল্যের ধারণাও বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। জেন হাওয়ার্থ (Jane Howarth) বলেন, প্রকৃতির মূল্যসমূহ অক্ষুণ্ন রেখেও মানব কল্যাণের লক্ষ্যে, জীবন রক্ষার স্বার্থে প্রকৃতিকে সহায়কমূল্যে ভাবতে পারি। তাঁর ভাষায় :

> "Instrumental value, then, is a disposition. It depends upon the thing's actual properties, but alternatives are possible ... we can take this as a criterion of instrumental value that something with only this sort of value is, in principle, replaceable, without loss of value, by a qualitatively different thing."[২৬]

কতিপয় নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রাণী এবং উদ্ভিদ আমাদের জীবনরক্ষাকারী ঔষধ তৈরিতে সরাসরি অবদান রাখছে। খাদ্য ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, সর্বোপরি বাস্তুসংস্থানিক শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এ সকল প্রজাতি মূল্যবান। আর তাই এগুলোকে সহায়কমূলে মূল্যায়ন করলেও পরিণামে স্বতঃমূল্যের মতোই মূল্যবান। এডওয়ার্ড উইলসন (Edward Wilson) বলেন :

> "Particular bugs and weeds, ..., are instrumental in enabling us to fulfil particular purposes that we have. Particular species, as sources of medicine, food or raw material, are things we use ... concerns straightforward case of instrumental valuing."[২৭]

ফ্রেডরিক ফেরি (Frederick Ferré) বলেন, এটা যথার্থভাবে প্রমাণ করা সম্ভব যে, কোন অস্তিত্বশীল বস্তু যা সহায়কমূল্যে মূল্যবান তা আবার স্বতঃমূল্যেও মূল্যবান। যেমন : প্রকৃতির একটি উপাদান হচ্ছে ঝিনুক, যা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। এর সহায়কমূল্য রয়েছে কারণ এটি খাদ্য শৃঙ্খলা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারামাছ, সামুদ্রিক পাখি ও নাবিকদের কাছে ঝিনুক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় বিধায় এর সহায়কমূল্য রয়েছে। আবার ফিনবার্গ, স্টোন, বেনথাম, সিঙ্গার ও টম রিগ্যানের সংবেদীকেন্দ্রিক মতানুযায়ী এর স্বতঃমূল্য রয়েছে। কারণ এটি সংবেদনে সাড়া দেয় এবং বিপাকীয় (metabolic) প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। সুতরাং ফেরির মতে,

> "Values should be respected, whether they are *intrinsic*, based on the capacity of organisms to be the 'subject of a life'; ... or whether they are *instrumental* for the satisfaction of those interests and preferences-and thus helpful for the enhancement of the quality of subjectivity in organisms."[২৮]

অতএব উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, পরিবেশ নীতিবিদ্যায় স্বতঃমূল্যের ধারণা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিবেশ নীতিবিদগণ স্বতঃমূল্যের দুটি অর্থ যথা : অ-সহায়ক মূল্যের অর্থ ও মূল্যায়নকর্তা ব্যতীত স্বাধীন অস্তিত্বের অর্থ - এর মধ্যে কোন সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা টানতে পারেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা উল্লিখিত অর্থদ্বয়ের একটিকে অপরটির পরিপূরক বা সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যা যৌক্তিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ। এই ত্রুটি দূর করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক সময়ের পরিবেশ নীতিবিদগণ মূল্য সংক্রান্ত তৃতীয় একটি দৃষ্টিকোণ উদ্ভাবনের প্রয়াস নেন এবং মূল্যের ভিত্তিতে পরিবেশ নীতিবিদ্যাকে মানবকেন্দ্রিক ও অ-মানবকেন্দ্রিক বিভাজনের প্রাসঙ্গিকতা পুনর্বিবেচনা করেন।

উপসংহার

প্রকৃতির মূল্য নির্ধারণে পরিবেশ নীতিবিদদের মূল বিতর্ক মূল্যের প্রকৃতিকে ঘিরে। মানবকেন্দ্রিক এবং অ-মানবকেন্দ্রিক উভয় মূল্য তত্ত্বই প্রকৃতির মূল্য সম্পর্কে একটি চরম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। পরিবেশের মূল্য সংক্রান্ত এই পরস্পরবিরোধী মতবাদ এককভাবে পরিবেশ সংকট সমাধানে কোন কার্যকর অবদান রাখতে পারছে না। ফলে পরিবেশ নীতিবিদ্যার লক্ষ্য অনেকাংশেই ব্যহত হচ্ছে। এ সমস্যা সমাধানকল্পে সাম্প্রতিক সময়ের পরিবেশ নীতিবিদগণ মূল্যকেন্দ্রিক বিভাজনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। এ প্রসঙ্গে ব্রায়ান জি. নোরটন এবং জন বেনসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব নীতিবিদগণ দাবী করেন, মানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব কিংবা অ-মানবকেন্দ্রিক তত্ত্ব কোনটিই এককভাবে মানব কল্যাণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সমন্বয় করতে পারেনি বিধায় একটি সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমন্বিত মতবাদেও মূল্যায়নকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা যেতে পারে। যেহেতু সকল জীবীয় ও অ-জীবীয় উপাদানকে নৈতিক অধিকার প্রদান করা যায় না এবং অন্তত যাদের সংবেদন রয়েছে তাদেরকে নৈতিক বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। সে হিসেবে মূল্যায়নকর্তা মূলত মানুষই। এ বিবেচনায় এবং সমকালীন পরিবেশ নীতি দার্শনিকদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলা যায়, পরিবেশ সংরক্ষণে সমন্বয়বাদী নীতি অধিকতর যুক্তিযুক্ত এবং পরিবেশ নীতিবিদ্যার মূল লক্ষ্য অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। পাশাপাশি এ মতবাদ মানুষসহ অন্যান্য সকল প্রজাতিসমূহের সঙ্গে একটি সুষম সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করে।

তথ্য নির্দেশিকা

Titus, Harold H. (1964) *Living Issues in Philosophy,* New York : American Book Company, p. 333

করিম, সরদার ফজলুল (১৯৯২) *প্লেটোর রিপাবলিক*, চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৭৪

প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪

হামিদ, ড. এম. আবদুল (২০০১) *সমকালীন নীতিবিদ্যার রূপরেখা*, রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২৩

প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

Titus, Harold H. (1964) *Living Issues in Philosophy,* New York : American Book Company, p. 334

Pojman, Louis P. (2000) *Global Environmental Ethics*, California : Mayfield Publishing Company, p. 146.

Rolston, Holmes III "Chanllenges in Environmental Ethics" in Cooper, David E. & Palmer, Joy A. (ed.) (1995) *The Environment in Question : Ethics and Global Issues*, London and New York : Routledge, p. 138.

Ibid, p. 139.

Ibid, p. 143.

Ibid, p. 145.

Holmes, Rolston "Yes, value Is Intrinsic in Nature" Cited in Pojman, Louis P. (2000) *Global Environmental Ethics*, California : Mayfield Publishing Company, p. 148.

Pojman; Louis P. (2000) *Global Environmental Ethics*, California : Mayfield Publishing Company, p. 148-151.

Benson, John (2000) *Environmental Ethics An Introduction with readings*, London and New York : Routledge, p. 5.

Ibid, p. 5.

Ibid, p. 6

Nash, R. "Do Rocks Have Rights?" in Pepper, David (1996) *Modern Environmentalism: An introduction*, London and New York : Routledge, p. 49.

Rescher, Nicholas "Unpopular Essays on Technological progress" in Pojman, Louis P. (2000) *Global Environmental Ethics*, California : Mayfield Publishing Company, p. 319.

Pepper, David (1996) *Modern Environmentalism : An introduction*, London and New York : Routledge, p. 50.

Ibid, p. 50.

Crisp, Roger "Values, Reasons and the Environment" in Attfield, Robin and Belsey, Andrew (ed.)(1994) *Philosophy and the Natural Environment*, Cambridge : Cambridge University Press, p. 98.

Vogel, S "Marx and Alienation From Nature" Cited in Pepper, David (1997) *Modern Environmentalism : An introduction*, London and New York : Routledge, p. 50.

Cited in Pepper, David (1997) *Modern Environmentalism : An Introduction*, London and New York : Routledge, p. 51.

Merchant, C. "Radical Ecology" cited in Ibid, p. 51.

Pepper, David (1997) *Modern Environmentalism : An introduction*, London and New York : Routledge, p. 52.

Howarth, Jane "Neither use nor ornament : A consumers Guide to Care" in Benson, John (2000) *Environmental Ethics : An introduction with readings*, London and New York : Routledge, p. 162.

Wilson, Edward "The Environmental Ethics" cited in Ibid, p. 35.

Ferré, Frederick "Personalistic Organism : Paradox or Paradigm" in Attfield, Robin and Belsey, Andrew. (ed.) (1994) *Philosophy and the Natural Environment*, Cambridge : Cambridge University Press, p. 69.